যুগান্তর

12 DEC 2005
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বগুড়া ও মৌলভীবাজারে স্কুলে স্কুলে জেএমবির হুমকি : পরীক্ষা বন্ধ

যুগান্তর ডেস্ক

বোমা মারার হুমকি দিয়ে বগুড়া ও মৌলভীবাজারের

বন্ধ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

বন্ধ : পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর) ৫ স্কুলে জেএমবির নামে আলটিমেটাম দিয়ে চিঠি প্রেরণ ও মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে রোববার বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হলে ওইসব স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। চট্টগ্রামে এখন নকল বোমার ছড়াছড়ি। কারা এসব করছে তা নিয়ে রহস্য সৃষ্টি হয়েছে।

বগুড়া : বগুড়ার ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ইসলাম বিষয়ক জ্ঞান দান ও ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা বিষয়ে পাঠদান চালুর ব্যাপারে জেএমবি কমান্ডারের নির্দেশের ডেডলাইন রোববার ব্যাপক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে স্কুলগুলোতে পাঠদান বন্ধ ও বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এ ঘটনায় গত কয়েকদিন ধরে অভিভাবকরা ব্যাপক উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটান।

বৃহস্পতি ও শনিবার জেএমবির অপারেশন কমান্ডার পরিচয়দানকারী মোঃ মুসা ভাকযোগে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আর্মড ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, করোনেশন স্কুল এন্ড কলেজ ও ভাজারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে চিঠি পাঠায়। প্রধান শিক্ষকদের কাছে পাঠানো কম্পিউটারে কম্পোজ করা চিঠিগুলোতে শিক্ষার্থীদের রোববারের (১১ ডিসেম্বর) মধ্যে ইসলাম বিষয়ক জ্ঞান দান এবং ইসলাম ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা বিষয়ক পাঠদানে গুরুত্ব দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এছাড়া ওইদিন স্কুলের কার্যক্রম বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অন্যথায় কোন শিক্ষার্থী আহত বা নিহত হলে তার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাতেই বহন করতে হবে বলে জানানো হয়। এ ব্যাপারে পুলিশকে অবহিত করার পর স্কুলগুলোর নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। ডেডলাইন রোববার আর্মড ব্যাটালিয়ন স্কুলে নির্ধারিত পরীক্ষা ও অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের উদ্বেগের মধ্যে দিনটি কাটে।

মৌলভীবাজার : গতকাল দুপুরে মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রশাসনিক ভবনের বারান্দায় বোমাসদৃশ বস্তু পাওয়া যায়। বস্তুটি বোমা- এ খবর ছড়িয়ে পড়লে স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের মধ্যে বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্য গতকাল বিকালে অনুষ্ঠেয় সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয় বলে প্রধান শিক্ষক প্রীতিরঞ্জন দেব সাংবাদিকদের জানান। এ স্কুলকে প্রতি বছর বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চলতি বছর এখানেই বৃত্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করার কথা ছিল। কিন্তু গতকাল বোমাতঙ্কের কারণে আজ শুরু হওয়া জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা এই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দল সিলেট থেকে বিকালে ঘটনাস্থলে এসে বোমাসদৃশ বস্তুটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। এ ঘটনার পর শহরের বিশেষ স্থাপনা ও স্পর্শকাতর স্থানে অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগে ওই স্কুলসহ আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের মাঝে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়।

চট্টগ্রামে আতঙ্ক

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, নকল বোমার ছড়াছড়ি চট্টগ্রামেও। প্রতিদিন নগরীর কোথাও না কোথাও পাওয়া যাচ্ছে নকল বোমা। প্রাথমিকভাবে আসল বোমা ভেবে এসব নকল বোমা নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই স্বস্তি মিলছে। নান্তার প্যাকেট, জর্দার কৌটা, বোতলসহ বিভিন্ন বস্তুকে বোমার মতো বানিয়ে এসব পেতে রাখা হচ্ছে। স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লিনিক, মার্কেট ও গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে সবার অলক্ষ্যে নকল বোমা রেখে যাওয়া হচ্ছে। রোববারও নগরীর বন্দর থানাধীন গোসাইলডাঙ্গা বারিক মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দোতলায় কম্পিউটার রুমের জানালায় স্কচটেপ মোড়ানো বোমাসদৃশ একটি বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। বিষয়টি র‍্যাবকে জানানো হলে র‍্যাবের বোমা বিশেষজ্ঞ দল এটি উদ্ধার করে দেখতে পায় স্কচটেপ, তার ও পেনসিল ব্যাটারির আড়ালে দুটি বোতল। সূত্র জানায়, ব্যাপক ধরপাকড় ও প্রশাসনের কড়া নজরদারির মধ্যেও নকল বোমা পেতে রাখার দুঃসাহস জেএমবি ছাড়া অন্য কোন সাধারণ মানুষ বা গোষ্ঠী দেখাচ্ছে বলে তাদের মনে হয় না। জনমনে ভীতি ও আতঙ্ক জাগিয়ে রাখার জন্যই নকল বোমা পেতে রাখা হচ্ছে বলেও সূত্র জানায়। শনিবার বহদ্দারহাট বাজার রোডের একটি ক্লিনিকে নান্তার প্যাকেট, ঘড়ি, তার ও স্কচটেপ মুড়িয়ে পেতে রাখা হয়-নকল বোমা। খুলে দেখা যায়, ভেতরে একটি টেনিস বল। এছাড়া নগরীর পলোগ্রাউন্ড স্কুল মাঠ, হিরিসি মোড়, কাতালগঞ্জ মাস্টার মাইন্ড স্কুল, ফিরিঙ্গীবাজার আইডিয়াল গ্রামার স্কুলসহ বিভিন্ন স্থান থেকে নকল বোমা উদ্ধার করা হয়।